প্রথম আলো

তারিখ 09 JAN 2014
পৃষ্ঠা … কলাম …

# শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আক্রোশ!

## প্রতিটি বিদ্যালয় পোড়ানোর বিচার করতে হবে

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করার নামে বিএনপি-জামায়াত জোট নির্বাচনের দিন দেশজুড়ে যে নাশকতা চালিয়েছে, তার সবচেয়ে মর্মান্তিক শিকার এ দেশের শিক্ষা খাত। লাখ লাখ শিশুর কোমল মনে কী আঘাতটাই না লেগেছে, শিক্ষার্থীরা সংবাদমাধ্যমে দেখেছে তাদের বিদ্যালয়গুলো পুড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য। নির্বাচনকেন্দ্রিক বিরোধ ও সহিংসতা এ দেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু নির্বাচনের দিন এত বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার মতো বর্বর দুর্বৃত্তপনা ঘটল এবারই প্রথম।

বিদ্যালয়গুলোতে ভোটকেন্দ্র বসানো হয়েছিল। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে বিএনপি-জামায়াতের লোকজন আগুন দিয়েছে ভোটকেন্দ্রগুলোতেই। কিন্তু এক দিনের অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র পোড়াতে গিয়ে তারা যে বিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্ষতি করল, এর দায় কে নেবে? তারা কি ভেবে দেখেছে, পুড়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলোর শিশুরা কত দিন ক্লাস করতে পারবে না? কীভাবে বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার হবে? নতুন করে চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য আসবাব পেতে কত সময় কেটে যাবে? বা আদৌ সেসবের ব্যবস্থা হবে কি না? জামায়াতে ইসলামীর মতো সহিংস রাজনৈতিক দলের কথা না-হয় বাদই দিলাম, বিএনপির মতো একটি মধ্যমধারার দল কী করে এতগুলো বিদ্যালয় পুড়িয়ে দিতে পারল? এটা কি খোদ শিক্ষার প্রতিই তাদের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ?

বিএনপি নির্বাচন 'বর্জনের' জন্য জনগণকে 'ধন্যবাদ' জানিয়েছে। কিন্তু দেশজুড়ে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে তারা কোনো কথা বলেনি। এসব বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রতি বিএনপির বক্তব্য কী? এই শিশুরা কী অপরাধ করেছিল যে তাদের স্বপ্নের বিদ্যালয়গুলো এভাবে পুড়িয়ে ভস্ম করা হলো?

বিদ্যালয়গুলোতে এসব অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে নিছক নির্বাচনী সহিংসতা বলে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি বিদ্যালয় পোড়ানোর ঘটনা তদন্ত করে অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তা করতে হবে অবিলম্বে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে কোনো অজুহাতেই কেউ কোনো বিদ্যালয়ে আগুন লাগানোর সাহস না পায়। সর্বশেষ বগুড়ার শাজাহানপুরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজেই তাঁর বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিল আগুনে পুড়িয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটিরও তদন্ত করে দ্রুত বিচার করতে হবে।